বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১

সূচি

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ
৪। নিবন্ধন সনদ ব্যতীত ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড পরিচালনার উপর নিষেধাজ্ঞা
৫। নিবন্ধন সনদের জন্য আবেদন
৬। নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা
৭। নিবন্ধন সনদ প্রদান
৮। নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ও নবায়ন
৯। নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর, ঠিকানা পরিবর্তন
১০। নিবন্ধন সনদ স্থগিত বা বাতিল
১১। পর্যটককে প্রতিশ্রুত সেবার নিশ্চয়তা বিধান
১২। আপিল
১৩। অপরাধ ও দণ্ড
১৪। কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ সংঘটন
১৫। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ
১৬। মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার
১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৮। অসুবিধা দূরীকরণ
১৯। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১

২০২১ সনের ২৬ নং আইন

[৭ ডিসেম্বর, ২০২১]

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড এর কার্যক্রম পরিচালনা, পর্যটকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড এর কার্যক্রম পরিচালনা, পর্যটকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) ‘আবাসন’ অর্থ বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন সংজ্ঞায়িত হোটেল;

(২) ‘কোম্পানি’ অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ (ঘ) তে সংজ্ঞায়িত কোম্পানি;

(৩) ‘ট্যুর অপারেটর’ অর্থ ধারা ৭ এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহা পর্যটকদের জন্য এক বা একাধিক ভ্রমণসেবা সংশ্লিষ্ট আবাসন, আহার বা আপ্যায়ন, পরিবহণ, পর্যটন আকর্ষণ সংশ্লিষ্ট স্থান পরিদর্শন বা পরিভ্রমণসহ অন্যান্য পর্যটন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করিয়া দলভিত্তিক বা একক ট্যুর আয়োজন ও পরিচালনা করে অনলাইন ট্যুর পরিচালনাকারীরাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৪) ‘ট্যুর গাইড’ অর্থ ধারা ৭ এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি যিনি পর্যটকদের জন্য ভ্রমণসেবা, পর্যটন আকর্ষণ সংশ্লিষ্ট স্থান পরিদর্শন বা পরিভ্রমণসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য পর্যটন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করিয়া দলভিত্তিক বা একক ট্যুর পরিচালনার গাইড হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন;

(৫) ‘নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ’ অর্থ ধারা ৩ এর অধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ;

(৬) ‘নিবন্ধন সনদ’ অর্থ ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদানকৃত নিবন্ধন সনদ;

(৭) ‘নির্ধারিত’ অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৮) ‘পরিবহণ’ অর্থ নৌপথ, স্থলপথ এবং আকাশপথে পরিবহণ;

(৯) ‘পর্যটক’ অর্থ এমন ব্যক্তি, যিনি তাহার স্বাভাবিক বসবাসের স্থান হইতে অন্য কোনো স্থানে অবকাশযাপন, বিনোদন, ব্যবসায়িক প্রয়োজন বা অন্য কোনো কারণে ভ্রমণ করিয়া অনধিক এক বৎসর অবস্থান করেন;

(১০) ‘বিধি’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(১১) ‘ব্যক্তি’ অর্থে যে কোনো ব্যক্তি এবং কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ

৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

নিবন্ধন সনদ ব্যতীত ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড পরিচালনার উপর নিষেধাজ্ঞা

৪। (১) ধারা ৭ এর বিধান অনুসারে নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পর্যটকদের জন্য ভ্রমণসেবা সংশ্লিষ্ট আবাসন, আহার বা আপ্যায়ন, পরিবহণ, পর্যটন আকর্ষণ সংশ্লিষ্ট স্থান পরিদর্শন, পরিভ্রমণ ও অনুরূপ অন্যান্য পর্যটন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করিয়া দলভিত্তিক বা একক ট্যুর আয়োজন ও পরিচালনা বা ট্যুর গাইড হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

(২) বিদেশি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড এর কার্যক্রম পরিচালনা করিতে চাহিলে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) বিদ্যমান অনিবন্ধিত ট্যুর অপারেটরগণ ও ট্যুর গাইডগণকে এই আইন কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট ধারা ৫ এর বিধান অনুযায়ী আবেদনপূর্বক ধারা ৭ এর বিধান অনুসারে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

নিবন্ধন সনদের জন্য আবেদন

৫। (১) কোনো ট্যুর অপারেটর নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে এবং ফিসহ আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) ব্যবসায়িক ঠিকানা;

(ঘ) কোম্পানির ক্ষেত্রে, সংঘবিধি (articles of association), সংঘ-স্মারক (memorandum of association) এবং নিগমিতকরণ প্রত্যয়নপত্র (certificate of incorporation) এর সত্যায়িত অনুলিপি; এবং

(ঙ) ভ্রমণের সহিত সংশ্লিষ্ট পরিবহণ, আবাসন ও অনুরূপ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিবে না বা তাহাকে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইবে না বা তাহার সহিত কোনো প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে না মর্মে হলফনামা।

(২) কোনো ট্যুর গাইড নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে এবং ফিসহ আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) ব্যবসায়িক ঠিকানা;

(ঘ) ভ্রমণ সেবা, পর্যটন আকর্ষণ সংশ্লিষ্ট স্থান পরিদর্শন বা পরিভ্রমণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক পর্যটন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করিয়া ট্যুর গাইড হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে পর্যটকগণকে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইবে না বা তাহার সহিত কোনো প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে না মর্মে হলফনামা।

নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা

৬। কোনো ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো বিদেশি নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান হন;

(গ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন;

(ঘ) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী না হন;

(ঙ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং উক্তরূপ দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়; অথবা

(চ) কোনো ফৌজদারি অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং দণ্ড ভোগের পর ২ (দুই) বৎসর সময় অতিবাহিত না হইয়া থাকে।

নিবন্ধন সনদ প্রদান

৭। (১) ধারা ৫ এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উহার সঠিকতা সম্পর্কে—

(ক) নিশ্চিত হইলে, আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আবেদন মঞ্জুরের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে নির্ধারিত ফরমে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে; অথবা

(খ) নিশ্চিত না হইলে, আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবে এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্তরূপ নামঞ্জুরের বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে আবেদনকারী নামঞ্জুরের বিষয়ে অবহিত হইবার পরবর্তী ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ও নবায়ন

৮। (১) নিবন্ধন সনদের মেয়াদ হইবে উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর এবং উহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(২) নিবন্ধন সনদের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, নিবন্ধন নবায়নের আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উহার সঠিকতা সম্পর্কে—

(ক) নিশ্চিত হইলে, আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আবেদন মঞ্জুরের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে নির্ধারিত ফরমে নিবন্ধন নবায়ন সনদ প্রদান করিবে;

(খ) নিশ্চিত না হইলে, আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবে এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্তরূপ নামঞ্জুরের বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে;

(গ) আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে আবেদনকারী অবহিত হইবার ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নবায়নের আবেদন দাখিল করা না হইলে নির্ধারিত জরিমানা প্রদান করিয়া নিবন্ধন সনদের মেয়াদ শেষ হইবার অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবর নবায়নের আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর, ঠিকানা পরিবর্তন

৯। (১) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর করা যাইবে, যথা:—

(ক) যে ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদধারী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন; বা

(খ) যে ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদধারী ব্যক্তি শারীরিক কারণে ট্যুর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করিতে অক্ষম; বা

(গ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে।

(২) ট্যুর অপারেটর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যবসায়িক ঠিকানা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) ট্যুর গাইড এর আবাসন ঠিকানা পরিবর্তন হইলে, উহা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

নিবন্ধন সনদ স্থগিত বা বাতিল

১০। (১) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে উপযুক্ত তদন্ত ও শুনানির সুযোগ প্রদানপূর্বক কোনো ট্যুর অপারেটর বা ট্যুর গাইড এর নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) মিথ্যা তথ্য বা প্রতারণার মাধ্যমে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিলে;

(খ) এই আইন, বিধি বা নিবন্ধন সনদের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে;

(গ) ট্যুর অপারেটর বা ট্যুর গাইড এর জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করিলে;

(ঙ) নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হইলে; বা

(চ) কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার বা আইনগত সত্তার ক্ষেত্রে উহার অবসায়ন হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ট্যুর অপারেটর বা ট্যুর গাইড এর নিবন্ধন সনদ স্থগিত করা হইলে উক্ত ট্যুর অপারেটর বা ট্যুর গাইড কোনো ব্যক্তির ভ্রমণের সহিত সংশ্লিষ্ট ভ্রমণসেবা ও অনুরূপ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

পর্যটককে প্রতিশ্রুত সেবার নিশ্চয়তা বিধান

১১। (১) নিবন্ধিত ট্যুর অপারেটর নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবে, যথা:—

(ক) ট্যুর অপারেটর পর্যটককে প্রদেয় সেবার তালিকা ও বিবরণ লিখিতভাবে সেবা গ্রহিতা বা পর্যটককে প্রদান করিবে এবং সেবা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাধ্য থাকিবে;

(খ) যদি কোনো কারণে একক বা দলবদ্ধ ভ্রমণ বা উভয় ক্ষেত্রে ভ্রমণসূচি অনুযায়ী ভ্রমণ পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম না হন সেইক্ষেত্রে ভ্রমণসূচিতে বর্ণিত অসম্পূর্ণ অংশের জন্য প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন ব্যয় বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট পর্যটক বা পর্যটকদের ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

(গ) দফা (খ) এ বর্ণিত অর্থ প্রদানে সংশ্লিষ্ট ট্যুর অপারেটর কোনো প্রকার ব্যত্যয় করিতে পারিবে না, করিলে এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পর্যটক বৈধ প্রমাণাদিসহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবেন;

(ঘ) দৈব দূর্বিপাক বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতিতে কোনো ভ্রমণ সম্পন্ন করিতে ভ্রমণসূচিতে উল্লিখিত সময়ের চেয়ে যদি অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয় সেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময়ের জন্য পর্যটকদের আহার, আবাসন, পরিবহণসহ ভ্রমণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় সংশ্লিষ্ট পর্যটক বহন করিবেন;

(ঙ) যদি ভ্রমণকালীন সময়ে কোনো পর্যটক ট্যুর অপারেটর বা তাহার নিযুক্ত ট্যুর গাইডের অবহেলা বা উদাসীনতার জন্য কোনোরূপ ক্ষতির শিকার হন, এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্যুর অপারেটর ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) নিবন্ধিত ট্যুর গাইড নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবে,যথা:—

(ক) ট্যুর গাইড পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত ভ্রমণসূচি বাস্তবায়ন করিবে এবং ভ্রমণসূচিতে উল্লিখিত সেবা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাধ্য থাকিবে;

(খ) যদি ভ্রমণকালীন সময়ে কোনো পর্যটক ট্যুর গাইডের অবহেলা বা উদাসীনতার জন্য কোনোরূপ ক্ষতির শিকার হন, এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্যুর গাইড ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

(গ) দফা (খ) এ বর্ণিত ক্ষতিপূরণ প্রদানে সংশ্লিষ্ট ট্যুর গাইড কোনো প্রকার ব্যত্যয় করিতে পারিবে না, করিলে এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পর্যটক বৈধ প্রমাণাদিসহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবেন।

আপিল

১২। (১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে উক্তরূপ আদেশ প্রদানের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকার বরাবর আপিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপিল প্রাপ্তির পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আপিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অপরাধ ও দণ্ড

১৩। কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে, উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড এবং অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

১৪। ধারা ১৩ এর অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকিলে, উক্তরূপ অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন

করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় 'পরিচালক' বলিতে কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকে বুঝাইবে।

অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ

১৫। (১) কোনো আদালত, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধের বিচার ও কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে, Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার

১৬। এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, যেক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন) এর তপশিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

অসুবিধা দূরীকরণ

১৮। এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা অসুবিধা পরিলক্ষিত হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্ত অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূর করিতে পারিবে।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

১৯। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ ও মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।